তারিখ ... 29 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

সংবাদ

একুশের গ্রন্থমেলায় থাকবে বহুস্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী

পুলিশের প্রতিও রয়েছে কড়া নির্দেশনা

খালেদ ছাইফুল্লাহ

একুশে গ্রন্থমেলায় বহুস্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবার গ্রন্থমেলায় পুলিশ, সাদা পোশাকধারী গোয়েন্দা, র‍্যাবসহ সরকারের সবকটি বাহিনী নিয়োজিত থাকবে। গত বছরের গ্রন্থমেলার শেষ সময়ে টিএসসিতে বিজ্ঞানমনস্ক লেখক ও আমেরিকা প্রবাসী অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ডের মতো বর্বর ঘটনাগুলো এড়াতে এবার ২৫০টি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা (সিসি) লাগানো হবে। যার সংখ্যা গত বছর ছিল মাত্র ৬০টি। এছাড়া অভিজিৎ হত্যার পর পুলিশের দায়িত্ব নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে নানা প্রশ্ন ওঠায় এবার পুলিশের জন্যও একটি কঠোর নিয়ম করা হয়েছে। তা হলো, দায়িত্বরত অবস্থায় কোন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিজস্ব মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে না। মেলার বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান উভয় অংশে ৯টি ওয়াচ টাওয়ার বসানো হয়েছে যেখান থেকে সারা এলাকা পর্যবেক্ষণ করা হবে। মেলার আশপাশে ও দুরবর্তী স্থানগুলোতে যাতে আলোর কোন ঘাটতি না থাকে এজন্য প্রচুরসংখ্যক শক্তিশালী ইলেকট্রনিক লাইট লাগানো হয়েছে। বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পার্শ্ববর্তী টিএসসি থেকে দোয়েল চত্বর ও শাহবাগ পর্যন্ত রাস্তায় কোন হকার থাকতে দেয়া হবে না।

এছাড়া মেলায় আগতদের প্রবেশে সুবিধার জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মেলা প্রাঙ্গণে একটি প্রবেশ গেট বাড়ানো হয়েছে। আগের দেয়ালটি ভেঙে তা গেট আকারে তৈরির কাজ চলছে। অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো এড়াতে এবার একুশের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

একুশের : গ্রন্থমেলায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মেলার সময় এক ঘণ্টা কমানো হয়েছে। এবারের সময় বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। যা আগের বছরগুলোতে রাত ৯টা পর্যন্ত ছিল। আর ছুটির দিনে সকাল ১১টা থেকে শুরু হবে মেলার কার্যক্রম।

একুশে গ্রন্থমেলা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ড. জালাল আহমেদ সংবাদকে বলেন, এবারের ভিন্ন ও নতুন সংযোজন হলো দায়িত্বরত অবস্থায় কোন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিজস্ব মোবাইল ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ গত বছর এ কারণেই অনেক জঘন্য ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, কিছু ঘটনা আমাদের তিক্ত করেছে। তাই এবার আমরা বহুস্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ওয়াচ টাওয়ারে পর্যবেক্ষণ করবে। আর কোন সমস্যা দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবে।

পুলিশের রমনা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার মোহাম্মদ ইব্রাহিম খান সংবাদকে বলেন, পুলিশি পোশাক ও সাদা পোশাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা থাকবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেকটি প্রবেশ ও বাহির গেটে পুলিশ মোতায়েন করা থাকবে। প্রত্যেকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেলা প্রাঙ্গণে আইনশৃংখলা বাহিনীর মোবাইল নম্বর দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়া হবে। যাতে কেউ কোন সমস্যায় পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানাতে পারে। বাঙালির প্রাণের একুশে গ্রন্থমেলায় আগের বছরগুলো থেকে এবার স্টল সংখ্যাও বেড়েছে। এবার মোট স্টল ৬৫১টি। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ৪০১টি। এর মধ্যে সরকারি স্টল ২৫টি। মিডিয়া স্টল ২৭টি। শিশুদের জন্য ৫৮টি। বাড়তি স্টলগুলো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই বসানো হয়েছে। মেলায় প্রবেশ করতেই চারদিকে হাতুরির টুং-টাং আওয়াজ শোনা যায়। স্টলগুলোর কাজ এখনও পুরো শেষ হয়নি। কোথাও বইয়ের তাক বসানো হচ্ছে। আবার কোথাও রং করা হচ্ছে। তবে মেলা শুরু হওয়ার আগেই সাজ-সজ্জার কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। সাহিত্য প্রকাশের সামনে গিয়ে দেখা যায়, দুইজন কর্মী তাক বসাচ্ছেন। একজন বলেন, আমাদের কাজ এখনও পঞ্চাশ শতাংশ বাকি রয়েছে। তবে মেলা শুরুর আগেই আশা করি সম্পন্ন হবে।